**ক. মিশর থেকে যাত্রা:**

* **দয়া করে চলে যান! (যাত্রাপুস্তক ১২:৩১-৩৬)**
* পুরো মিসর শোকাহত হয়ে পড়েছিল, “কারণ এমন কোনো ঘর ছিল না, যেখানে কেউ মারা যায়নি।” (যাত্রাপুস্তক ১২:৩০)। ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দের চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেও, তা অনেক দেরিতে।
* “আমাকেও আশীর্বাদ করে যেও।”(যাত্রাপুস্তক ১২:৩২)—এই বাক্যের মাধ্যমে, ফরৌণ তার সমস্ত জনগণের মনের কথা প্রকাশ করেছিল: দয়া করে, আমাদের আর কিছু করবেন না!
* এটি তার অন্যায়ের জন্য আন্তরিক অনুশোচনার প্রকাশ ছিল না, বরং ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করার আকাঙ্ক্ষা ছিল।
* যখন ইস্রায়েলীয়রা তাদের বহু বছরের দাসত্বের পারিশ্রমিক চাইল, , তখন মিশরীয়রা "তাদের যা চেয়েছিল তা তাদের দিয়েছিল" (যাত্রাপুস্তক ১২:৩৬)। এইভাবে, ঈশ্বর নিশ্চিত করেছিলেন যে তাঁর প্রথমজাত সন্তানরা নিরাপদে মিশর ত্যাগ করবে - এবং তাঁর হাত পূর্ণ করে।
* **প্রথম সন্তানদের উৎসর্গ (যাত্রাপুস্তক ১৩:১-১৬)**
* প্রথম সন্তানদের উৎসর্গ কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল? এটি সম্পন্ন হয়েছিল মৃত্যুর মাধ্যমে। প্রতিটি প্রথম সন্তানকে মরতে হতো। কিন্তু, তাদের জায়গায় অন্য একটি প্রাণীর মৃত্যুর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
* এই সম্পর্কের দিকে মনোযোগ দিন:

(1) ইস্রায়েল হলো ঈশ্বরের প্রথম সন্তান (যাত্রাপুস্তক ৪:২২)

(2) আজকের দিনে, গির্জা হল আত্মিক ইস্রায়েল (গালাতীয় ৬:১৬)

(3) সুতরাং, ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গিত হতে হলে আমাদের সকলকেই মরতে হবে

(4) কিন্তু একজন আছেন, যিনি আমাদের পরিবর্তে মারা গেছেন

* যিশু, “ঈশ্বরের মেষশাবক” (যোহন ১:২৯), মৃত্যুবরণ করেছেন, যাতে কেউ যদি তাঁর রক্তকে নিজের হৃদয়ের দরজায় প্রয়োগ করে, তবে সে না মরে, বরং অনন্ত জীবন লাভ করে।
* ঈশ্বর ইতিমধ্যেই তাঁর অংশের কাজ সম্পন্ন করেছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো নিজেকে তাঁর মুক্তিদানকারী রক্তে আচ্ছাদিত করা।

**খ. সূফ সাগর অতিক্রম:**

* ** মরুভূমিতে আটকে পড়া (যাত্রাপুস্তক ১৩:১৭-১৪:১২)**
* ফরৌণের অনুমতিতে, ইস্রায়েলীয়রা “যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত” হয়ে বেরিয়ে পড়ে (যাত্রাপুস্তক ১৩:১৮)। কিন্তু ঈশ্বর চাইলেন না যে তারা যুদ্ধের সম্মুখীন হোক, তাই তিনি তাদের অন্য পথে ঘুরিয়ে দিলেন (যাত্রাপুস্তক ১৩:১৭)।
* এদিকে, ফরৌণ তার অনুশোচনার জন্য অনুতপ্ত হয়ে ইস্রায়েলীয়দের পেছনে ধাওয়া করল (যাত্রাপুস্তক ১৪:৫)। ইস্রায়েলীয়রা এখন মরুভূমিতে এমন জায়গায় ছিল, যেখান থেকে পালাবার কোনো উপায় ছিল না (যাত্রাপুস্তক ১৪:২-৩, ৯)।
* বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে তারা যোসেফের কফিন নিয়ে গিয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ১৩:১৯)। পাশাপাশি, ঈশ্বর অলৌকিকভাবে তাদের পথ প্রদর্শন করছিলেন (যাত্রাপুস্তক ১৩:২১)।
* কিন্তু ফরৌণের সৈন্যদের দেখেই তাদের বিশ্বাস টলে গেল (যাত্রাপুস্তক ১৪:১০-১২)। তারা কত তাড়াতাড়ি সেই অলৌকিক ঘটনাগুলো ভুলে গেল, যেগুলো তারা নিজের চোখে দেখেছিল! আমাদের সাথেও কি এমনটা হয় না?
* **সমুদ্রে একটি পথ (যাত্রাপুস্তক ১৪:১৩-৩১)**
* লোকেদের অবিশ্বাসের মুখে মোশি তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে উৎসাহিত করলেন (যাত্রাপুস্তক ১৪:১৩-১৪):

(1) “ভয় পেও না”: বিজয়ের প্রথম ধাপ হলো ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা

(2) “স্থির হয়ে দাঁড়াও”: অভিযোগ না করে ধৈর্যের সাথে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা

(3) “উদ্ধার দেখো”: যদি আমরা ঈশ্বরকে আমাদের পথনির্দেশ করতে দিই, তাহলে বিজয় নিশ্চিত

(4) “প্রভু তোমাদের জন্য যুদ্ধ করবেন”: ঈশ্বর নিজেরাই শয়তান ও পাপের বিরুদ্ধে আমাদের হয়ে যুদ্ধ করেন। কল্পনার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো—কালভ্যারির ক্রুশ

* ঈশ্বর মানুষকে একটি মাত্র নির্দেশ দিলেন: “অগ্রসর হও”(যাত্রাপুস্তক ১৪:১৫)। এই মুহূর্ত থেকে, আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটতে শুরু করল (যাত্রাপুস্তক ১৪:১৯-৩১):

(1) ঈশ্বরের দূত ও মেঘস্তম্ভ ইস্রায়েলীয়দের ও মিসরীয়দের মাঝে দাঁড়িয়ে গেল

(2) রাতে এটি মিসরীয়দের জন্য অন্ধকার ও ইস্রায়েলীয়দের জন্য আলো হয়ে রইল

(3) মোশি তার লাঠি তুলতেই সাগর দ্বিখণ্ডিত হলো, এবং ইস্রায়েলীয়রা শুকনো ভূমির উপর দিয়ে পার হয়ে গেল

(4) সাগরের মাঝে ইস্রায়েলীয়দের ডান ও বাম পাশে জলরাশি প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল

(5) মিসরীয়রাও সাগরে প্রবেশ করল

(6) ভোরবেলায়, ঈশ্বর মিসরীয়দের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলেন।

(7) তারা পিছু হটতে চেষ্টা করতেই সাগর তার আগের অবস্থানে ফিরে এল এবং পুরো মিসরীয় বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল

(8) ইস্রায়েলীয়রা উপকূল থেকে সেই বিজয় প্রত্যক্ষ করল, এবং তারা ঈশ্বর ও মোশির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল

**গ. উৎসব:**

* **মোশির গান (যাত্রাপুস্তক ১৫:১-২১)**
* যা ঘটেছিল তা দেখে মোশি ইস্রায়েলীয়দের প্রশংসার গানে নেতৃত্ব দিলেন, আর মারিয়ম নারীদের সাথে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সাড়া দিলেন (যাত্রাপুস্তক ১৫:১, ২০-২১)।
* এই গানে ইস্রায়েলীয়দের কোনো কাজের উল্লেখ নেই। বরং, এটি ঈশ্বরের প্রশংসা করে, যিনি শত্রুদের ধ্বংস করেছেন (যাত্রাপুস্তক ১৫:৬), এবং তাঁর কার্যকলাপের প্রশংসা করে (যাত্রাপুস্তক ১৫:১১)। যারা এই কাহিনি শুনবে তাদের প্রতিক্রিয়াও এখানে ঘোষণা করা হয়েছে (যাত্রাপুস্তক ১৫:১৪)।
* পাশাপাশি, ভবিষ্যতের জন্যও ঘোষণা রয়েছে: “তুমি তাহাদিগকে লইয়া যাইবে, আপন অধিকার-পর্ব্বতে রোপন করিবে;” (যাত্রাপুস্তক ১৫:১৭)।
* যখন ঈশ্বরের বিচার প্রকাশিত হবে, এবং দুষ্টতা ও অত্যাচারের অবসান ঘটবে, তখন সমস্ত জাতির উদ্ধারপ্রাপ্তরা এই ধর্মময় বিচারগুলোর জন্য তাঁকে মহিমা দেবে, এবং মোশি ও মেষশাবকের গান গাইবে (প্রকাশিতবাক্য ১৫:৩)।